দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ ... 27 JUL 2005
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম - ৪

কিশোরগঞ্জে একটিও প্রাইমারি বৃত্তি না পাওয়া স্কুলের সংখ্যা বেশী

॥ কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥

কিশোরগঞ্জ জেলায় ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শতভাগ পরীক্ষার্থীই পাস করেছে এমন বিদ্যালয়ের চেয়ে একেবারে একজনও পাস করতে পারেনি এরকম বিদ্যালয়ের সংখ্যাই অধিক। জেলার ১৩টি উপজেলায় ৮১৩টি সরকারী ও ৪০৫টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২০ ভাগ বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় ১৩৯টি সরকারী ও ৮৩টি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হয়েছে। উপজেলাওয়ারী প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় শতভাগ পাস বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো নিম্নরূপ : করিমগঞ্জে সরকারী ১৪টি ও রেজিষ্টার্ড ৫টি, নিকলীতে ১০টি সরকারী ও রেজিষ্টার্ড ৫টি, কুলিয়ারচরে সরকারী ৩টি, তাড়াইলে সরকারী ৪টি ও রেজিষ্টার্ড ৪টি, ভৈরবে সরকারী ১০টি ও রেজিষ্টার্ড ৪টি, বাজিতপুরে সরকারী ৩টি ও রেজিষ্টার্ড ৪টি, মিটামইনে রেজিষ্টার্ড ১টি, অষ্টগ্রামে সরকারী ৮টি ও রেজিষ্টার্ড ১টি, কিশোরগঞ্জ সদরে সরকারী ২৭টি ও রেজিষ্টার্ড ১১টি, হোসেনপুরে সরকারী ১৪টি ও রেজিষ্টার্ড ৬টি, কটিয়াদীতে সরকারী ১২টি ও রেজিষ্টার্ড ১১টি, পাকুন্দিয়ায় সরকারী ৩০টি ও রেজিষ্টার্ড ৩০টি এবং ইটনায় সরকারী ৪টি ও রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয় ১টি।

অপরদিকে জেলার ২৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজনও পাস করতে পারেনি।

শূন্য ভাগ উত্তীর্ণ বিদ্যালয়সমূহের উপজেলাওয়ারী সংখ্যা হলো : করিমগঞ্জে ২১টি, নিকলীতে ৮টি, কুলিয়ারচরে ১৩টি, তাড়াইলে ১৯টি, ভৈরবে ৫টি, বাজিতপুরে ৩২টি, মিটামইনে ৩৮টি, অষ্টগ্রামে ১৯টি, কিশোরগঞ্জ সদরে ১৩টি, হোসেনপুরে ১৭টি, কটিয়াদীতে ২৫টি, পাকুন্দিয়ায় ২৩টি ও ইটনায় ২৯টি। তবে আগের বছরের তুলনায়, ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জেলা প্রাথমিক অফিস সূত্রে জানা যায়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সুলতান মিয়া জানান, বৃত্তি পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার্থীদের ২টি মডেল টেস্ট, বিশেষ কোচিং ও সর্বোপরি শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকির ফলে শতভাগ উত্তীর্ণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শূন্য পাস বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শোকজসহ বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টাইম স্কেল সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। অপরদিকে শতভাগ পাস বিদ্যালয় সমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।